দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUL 08 2000
পৃষ্ঠা ... ১২ কলাম ... ১

222

এসএসসির ফল বিপর্যয়

গ্রামাঞ্চলের কলেজগুলোতে আসন খালি থাকবে, শহরাঞ্চলের ভাল কলেজেও অপেক্ষাকৃত ভিড় কম হবে

সালাম জুবায়ের ঃ এসএসসির ফল বিপর্যয়ের কারণে এ বছর শহরাঞ্চলে ভাল কলেজগুলোতে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের ভিড় কম হওয়ার পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ কলেজেই আসন খালি থাকবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি না হওয়ায় গ্রামাঞ্চলের কলেজগুলো আর্থিক সংকটে পড়বে।

এ বছর কম ছাত্রছাত্রী ভর্তি হওয়াজনিত আর্থিক সংকটের জের টানতে হবে প্রায় ৪ বছর। এজন্য অনেক কলেজ অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি হবে।

সরকারি হিসেব অনুযায়ী বর্তমানে সারাদেশে কলেজের সংখ্যা ২ হাজার ১শ ৯৮টি। এর মধ্যে ৮শ ৮২টি ডিগ্রি কলেজ এবং ১ হাজার ৩শ ১৬টি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ।

ডিগ্রি কলেজের মধ্যে ২শ ২৫টি সরকারি এবং ৬শ ৫৭ টি বেসরকারি। ইন্টারমিডিয়েট কলেজের মধ্যে ৮টি সরকারি, বাকি ১ হাজার ৩শ ৮টি বেসরকারি কলেজ। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যে জানা যায়, ডিগ্রি কলেজগুলোর কোন কোনটিতে ২শ থেকে আড়াইশ জন এবং বড় কলেজগুলোতে ১ হাজার থেকে দেড় হাজার ছাত্রছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি হয়। গড় হিসেবে প্রতি ডিগ্রি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে প্রায় ৫শ আসন আছে। এই হিসেবে ৮শ ৮২টি ডিগ্রি কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে আসন সংখ্যা ৪ লাখ ৪১ হাজার।

ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোর বেশির-ভাগই গ্রামে অবস্থিত। এলাকাভিত্তিক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় এসব কলেজ গড়ে উঠেছে। কেউ বাবা, কেউ মায়ের স্মৃতিকে ধরে রাখা, কেউবা নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার লক্ষ্যে শিক্ষানুরাগী হিসেবে সুনাম কুড়ানোর জন্য নিজ এলাকায় কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এসব কলেজে ৫০/৬০ থেকে আড়াইশ জন পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়। এই হিসেবে কলেজ প্রতি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে গড়ে ১শ ২৫ জন ছাত্রছাত্রীর আসন আছে। এতে করে ১ হাজার ৩শ ১৬টি ইন্টারমিডিয়েট কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর আসন সংখ্যা ১ লাখ ৬৪ হাজার ৫শ। এসব হিসেব বিবেচনায় নিয়ে দেখা যায় ডিগ্রি ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজ মিলিয়ে মোট ২ হাজার ১শ ৯৮টি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির জন্য আসন সংখ্যা ৬ লাখ ৫ হাজার ৫শ।

এ বছর মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় দেশের ৫টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট ৯ লাখ ১৮ হাজার ৪৫ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ৩ লাখ ৮১ হাজার ৭শ ৬২ জন ছাত্রছাত্রী পাস করেছে। ফেলের খাতায় নাম লিখিয়েছে ৫ লাখ ৩৬ হাজার ২শ ৮৩ জন।

প্রতিবছর যত ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় পাস করে তাদের সবাই কলেজের গণ্ডিতে প্রবেশ করে না। শতাধিক অভিজ্ঞ শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকের সাথে আলাপ করে জানা যায়, এসএসসি পাস করার পর প্রায় ২৫ ভাগ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা থেকে ঝরে পড়ে। দারিদ্র্য এবং কম মেধা পড়াশোনা বন্ধের প্রধান কারণ। তবে গ্রামাঞ্চলে অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ার কারণে অসংখ্য মেয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে না। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিয়ের বাজারে এসএসসি পাস মেয়ের কদর বেশি।

এবার ৩ লাখ ৮১ হাজার ৭শ ৬২ জন ছাত্রছাত্রী এসএসসি পাস করলেও ২৫ ভাগ ঝরেপড়াদের বাদ দিয়ে কলেজে ভর্তি হবে প্রায় ২ লাখ ৮৬ হাজার ৩শ ২২ জন ছাত্রছাত্রী।

সারাদেশের ২ হাজার ১শ ৯৮টি কলেজের আসন সংখ্যা ৬ লাখ ৫ হাজার ৫শ। কিন্তু ভর্তি হবে ২ লাখ ৮৬ হাজার ৩শ ২২ জন; অর্থাৎ ৩ লাখ ১৯ হাজার ১শ ৭৮টি আসন খালি থাকবে।

অভিজ্ঞমহলের মতে, এত বিপুলসংখ্যক আসন খালি থাকার পাশাপাশি শহরাঞ্চলের ভাল কলেজগুলোতে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের ভিড়ও অপেক্ষাকৃত কম হবে।

ইতোমধ্যে কয়েকটি কলেজের ভর্তি ফরম দেয়া শুরু হয়েছে। অন্যান্যবারের চেয়ে এবার ভর্তি ফরম নেয়ার হার কম বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।